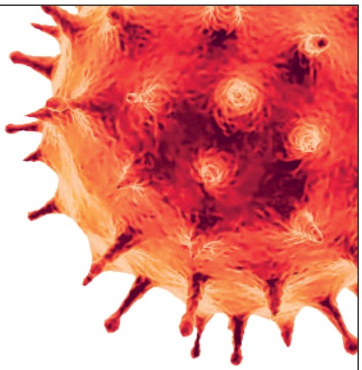

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকা

হাত ধোও

জীবাণু প্রতিহত কর

প্রত্যেক শিশুকে সহায়তা প্রদান

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকা

এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের "গবেষণা ও রিভিউ কমিটি" দ্বারা প্রস্তুত এবং সম্পাদনা করা হয়েছে।

লিড গবেষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক	: শবনম মোস্তারী, প্রকল্প পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
গবেষণা সহায়ক	: সাদিয়া আফরিন, ডে-কেয়ার অফিসার মীম নূন সুলতানা, শিক্ষিকা স্বরলিপি দাস, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা মোছা: আঞ্জুমান আরা লিপি, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা শাকিলা হোসেন, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা
খসড়া সম্পাদক	: জান্নাতুল ফেরদৌস, গবেষণা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রসেনজিৎ কুমার বর্মন, সহকারী প্রোগ্রামার, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
ভাষাগত পর্যালোচনা	: মনোয়ারা ইশরাত, পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
রিভিউয়ার	: ডা: মো: সেলিম, অধ্যাপক (শিশু বিভাগ), মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। ডা: আবু সাঈদ চৌধুরী, কনসালটেন্ট (শিশু বিভাগ), মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
চূড়ান্ত সম্পাদনা, গ্রাফিক্স ডিজাইন ও লেআউট	: শবনম মোস্তারী, প্রকল্প পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

যারা এই নির্দেশিকা রিভিশনের কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে চূড়ান্ত খসড়া তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
আইসিভিজিডি প্রকল্প, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এ, কে, এম নূরুন্নবী কবির
অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

সুব্রত কুমার দে
উপসচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

মোহাম্মদ আশরাফুল আলম
উপসচিব (পরিকল্পনা-২), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ড. শেখ মুসলিমা মুন
অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

জামিলা শবনম
সিনিয়র সহকারী সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

জান্নাতুল ফেরদৌস নিপা
সহকারী অধ্যাপক, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

তাহমিনা আক্তার
নার্সিং সুপারভাইজার, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট

কামরুন নাহার মুন্না
নার্সিং সুপারভাইজার, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট

মো: রাশেদুজ্জামান সরকার
পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

ডা. কানিজ সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক (শিশু বিভাগ), ঢাকা মেডিকেল কলেজ

ডা. নাজনীন আক্তার
সহকারী অধ্যাপক (শিশু বিভাগ), ঢাকা মেডিকেল কলেজ

নাসির উদ্দীন আহমেদ
উপসচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
উপসচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

মো: জিল্লুর রহমান
উপসচিব (অর্থ ও সেবা), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

এ, এস, এম, মাঈন উদ্দিন
সচিবের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

মো: মকবুল হোসেন
গবেষণা কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

ইশরাত শারমীন
জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

হালিমা আক্তার রুমি
নার্সিং সুপারভাইজার, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট

সুমনা ইয়াসমীন
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতাল

আশিকুর রহমান
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

গ্রাফিক্স ও ডিজিটাল প্রোডাকশন কালার মার্ক, ১০৬, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

মুখবন্ধ

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের সহায়তায় "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকা" নামক একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই নির্দেশিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগের কার্যকর প্রতিরোধের দিক নির্দেশনা প্রদান করা। সংক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বাস্তব তথ্য এই নির্দেশিকায় প্রদান করা হয়েছে। কাজেই কিভাবে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায় তা শেখা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের দায়িত্ব।

আমার বিশ্বাস, শিশুদের সুস্থ বিকাশে সহায়তা করার জন্য এই নির্দেশিকার বিষয়বস্তু যথেষ্ট সাবধানতার সাথে নির্বাচন করা হয়েছে। অতএব, সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধ করতে নির্দেশিকার বিষয়বস্তুর সাথে প্রতিটি কর্মী পরিচিত হবে এবং সে অনুযায়ী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আশা করছি, অত্যন্ত সতকর্তার সাথে প্রবর্তিত সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের এই নির্দেশিকা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ ক্রমবর্ধমান কাজের কেন্দ্রীয় অংশ হয়ে উঠবে। নির্দেশিকাটি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের সকলকে এই আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, আমি এই নির্দেশিকাটি সংশ্লিষ্ট সকলের দ্বারা যথাযথভাবে প্রতিপালনের অঙ্গীকার কামনা করছি।

মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচালকের কথা

"২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রগুলি সকল ধরণের সংক্রমণ প্রতিরোধসহ শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেকারণে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সকল কর্মী, শিশু ও অভিভাবকদের সব ধরণের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের কৌশল জানাতে এবং কঠোরভাবে প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের এই নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।"শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন- ২০২১" আনুযায়ী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহনে কোন ধরণের অবহেলা যেন না হয় সে বিষয়গুলি বিবেচনা করে যথেষ্ট সচেতনতার সাথে নির্দেশিকাটির বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে যা সংক্রামক রোগের বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে পিতা-মাতা বা অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীকে পূর্ণ ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

আমরা জানি যে, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য-সুরক্ষা নিয়ে একদিকে যেমন পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন থাকেন, অন্য দিকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও পিতা-মাতা বা অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন কারণ শিশুর স্বাস্থ্য-সুরক্ষার সকল পর্যায়ে তাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের যেমন সকল সংক্রামক রোগ, রোগের বিস্তার, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানতে ও সচেতন হতে হবে তেমনি শিশুর অভিভাবককেও সংক্রামক রোগের বিস্তার, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আশা করছি সকল সংক্রমণ প্রতিরোধ নিশ্চিত করতে এই তথ্যবহুল নির্দেশিকাটি সংশ্লিষ্ট সকলকে সহায়তা করবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সকল সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য এই নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলা কর্মীদের জন্য অত্যাবশ্যক। পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুর সকল ধরণের সংক্রমণ প্রতিরোধে এই নির্দেশিকাটি সঠিকভাবে প্রতিপালনের প্রত্যাশা রইল।

পরিশেষে যাঁরা গবেষণা করে এর বিভিন্ন বিষয়বস্তু নির্বাচন ও পর্যালোচনায় সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া, নির্দেশিকাটি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

নির্দেশিকাটি অনলাইনে প্রকাশিত হবে। সকলের সুবিধার্থে হার্ডকপিও সরবরাহ করা হবে।

শবনম মোস্তারী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

বিষয়বস্তু

১.		**পটভূমি**	১
২.		**উদ্দেশ্য**	১
৩.		**শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ**	১
৪.		**অসুস্থতা শনাক্তকরণ ও রিপোর্টিং**	৩
	৪.১	সংক্রামক রোগের সাধারণ উপসর্গ শনাক্তকরণ	৩
	৪.২	শিশুর মধ্যে সংক্রমণের সূক্ষ লক্ষণ এবং উপসর্গ দেখা দিলে করণীয়	৪
	৪.৩	কর্মীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ	৪
	৪.৪	কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	৪
	৪.৫	রোগ ও অসুস্থতার রিপোর্টিং	৪
	৪.৬	প্রয়োজনীয় যোগাযোগ	৫
৫.		**শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কৌশল**	৫
	৫.১	হাত ধোয়া	৫
		৫.১.১ কর্মীদের হাত ধোয়ার সঠিক সময়	৫
		৫.১.২ শিশুদের হাত ধোয়ার সঠিক সময়	৫
		৫.১.৩ হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম	৬
	৫.২	হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার	৭
	৫.৩	গ্লভস ব্যবহার	৭
	৫.৪	ডায়াপার পরিবর্তন	৮
	৫.৫	টিকাদান নিশ্চিতকরণ	৮
	৫.৬	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী ও সংরক্ষণ	৮
	৫.৭	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিবেশগত স্যানিটেশন	৯
		৫.৭.১ শিশুদের ব্যবহার্য পোশাক পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ	৯
		৫.৭.২ শিশুদের খেলার জায়গা ও খেলনাসামগ্রী পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ	১০
		৫.৭.৩ আসবাবপত্র এবং অন্যান্য ব্যবহার্য সরঞ্জাম পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ	১১
		৫.৭.৪ বেবি কট, ম্যাট্রেস ও বিছানাপত্র পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ	১১
		৫.৭.৫ টয়লেট পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ	১২
	৫.৮	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	১২
৬.		**সংযুক্তি**	১৩
	৬.১	শিশুর সংক্রামক রোগ পর্যবেক্ষণ ফরম-১	১৩
	৬.২	শিশুর সংক্রামক রোগ পর্যবেক্ষণ ফরম-২	১৪
	৬.৩	শিশুর অসুস্থতার ক্ষেত্রে করণীয় সংক্রান্ত পিতা-মাতা বা অভিভাবকের অঙ্গীকারনামা	১৫
৭.		**তথ্যসূত্র**	১৬

১. পটভূমি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের '২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহে কর্মজীবী পিতা-মাতার ০৪ মাস থেকে ০৬ বছর বয়সী শিশুরা তাদের জেগে থাকার অর্ধেকের প্রায় বেশি সময় অতিবাহিত করে। এই শিশুরা অপ্রতিরোধ্য, দুর্বার, অদম্য। তাদের খেলার প্রকৃতি ও ধরণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় এসব শিশুরা খুব সহজেই সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে অনেক শিশু একসাথে দলবদ্ধভাবে খেলাধুলা করে বিধায় সংক্রামক রোগগুলি খুব সহজেই একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে ছড়াতে পারে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের যে কোন শিশু, কর্মী, পিতা-মাতা বা অভিভাবক সংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর উৎস হতে পারে। এজন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ এ শিশুর স্বাস্থ্য-সুরক্ষা, সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা এবং কার্যপদ্ধতি থাকা খুবই প্রয়োজন যেখানে শিশুর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এজন্য প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে অনুসরণের জন্য 'সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর কার্যকর শেখা ও বিকাশের পূর্বশর্ত হলো একটি নিরাপদ এবং সুরক্ষিত পরিবেশ। এজন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ এর বিধান ও অন্যান্য নীতির সুপারিশের আলোকে "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ" নির্দেশিকার একটি খসড়া তৈরী করার লক্ষ্যে নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি গবেষণা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ আইন-২০১৮, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুর নির্দেশিকা-২০২০ সহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান নিয়ে গবেষণা, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেটিং, কর্মী ও অভিভাবকের মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ ও অভিযোগ বিশ্লেষণ করে একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগের অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক ও একজন কনসালটেন্ট দ্বারা রিভিউ করার পর কর্মশালার মাধ্যমে অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়।

এই নির্দেশিকাটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশু ও কর্মীদের সংক্রমণের দ্বারা সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসকরণে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি শিশুর জন্য আনন্দদায়ক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে সরকার প্রণীত দিক নির্দেশনার পাশাপাশি এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার করা হবে।

২. উদ্দেশ্য

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকাটির মূল উদ্দেশ্য হলো-

- শিশুরা সাধারনত যে সকল সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় সে সব রোগের কারণ, উপসর্গ ও লক্ষণ, প্রতিরোধ, প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ নির্দেশিকাটিতে অন্তর্ভূক্ত করা যেন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহের কর্মীরা রোগের লক্ষণ এবং উপসর্গের উপর ভিত্তি করে অসুস্থতা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।
- শিশু ও কর্মীদের মধ্যে সংক্রমণ ও সংক্রামক রোগের বিস্তার প্রতিরোধে নিয়মিত টিকাদান ও অসুস্থতা পর্যবেক্ষণ এবং শিশুদের সাধারণ অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করা যেন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীরা তা অনুসরণপূর্বক প্রাথমিক পর্যায়েই সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়।

৩. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী ও ছত্রাকের মত অনুজীব দ্বারা যে সকল রোগ সৃষ্টি হয় এবং যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে সে সকল রোগকে সংক্রামক রোগ বলা হয়। কিছু সংক্রামক রোগ পোকামাকড়ের কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায় এবং কিছু রোগ দূষিত খাবার ও পানীয়ের মাধ্যমে ছড়ায়। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের উদ্দেশ্যে প্রণীত সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ৪ নং ধারায় প্রায় ২৪ টি সংক্রামক রোগের উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে শিশুরা সাধারনত যে সকল সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় সেসব রোগের নাম, রোগের উপসর্গ ও লক্ষণ, বিস্তারের মাধ্যম, সংক্রমণকাল এবং নির্দেশনা সম্পর্কে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এজন্য শিশুরা সহজেই সংক্রমিত হয় এমন কিছু সংক্রামক রোগের বিবরণ এবং সংক্রামক রোগে আক্রান্ত শিশুকে আলাদা বা পৃথক করার নির্দেশনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো যেন কর্মীরা দ্রুত সংক্রমণ শনাক্ত করতে পারে এবং রোগ বিস্তারের ঝুঁকি কমাতে পারে।

রোগের নাম	উপসর্গ এবং লক্ষণ	বিস্তারের মাধ্যম	সংক্রমণ কাল	নির্দেশনা
সাধারণ সর্দি-কাশি (Common cold)	হালকা জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি, কাশি, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা, ক্ষুধামন্দা এবং দূর্বলতা। সাধারণত এই ধরনের সর্দি-কাশি ৭-১০ দিন স্থায়ী হয়।	ড্রপলেট (Droplet): আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ, হাঁচি-কাশির (২ মিটার এর মধ্যে), প্রত্যক্ষভাবে শ্বাস- প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছড়ায়। পরোক্ষভাবে খেলনা, অন্যান্য ব্যবহৃত বস্তু ও স্থান স্পর্শের মাধ্যমে।	প্রথম ২-৩ দিন এবং লক্ষণ প্রকাশের পর থেকে ৭-১০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।	যদি শিশু সুস্থভাবে সকল কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে তাহলে শিশুকে আলাদা করার প্রয়োজন নেই।
চোখের প্রদাহ (Conjunctivitis)	চোখের সাদা অংশ লাল হওয়া, চোখ ব্যথা, পুঁজ জমা, চোখ থেকে সাদা বা হলুদ রংয়ের নিঃসরণ হওয়া।	আক্রান্ত ব্যক্তির চোখ থেকে নিঃসরিত পদার্থের সংস্পর্শ।	ভাইরাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে নিঃসরণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা শুরুর ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত।	প্রদাহ না কমা পর্যন্ত সুস্থ শিশুর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা।
জল বসন্ত (Chicken pox)	শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চুলকানি, র‍্যাশ, তরলযুক্ত ফুসকুড়ি, জ্বর।	খুব সহজেই বাতাসের মাধ্যমে, অসুস্থ ব্যক্তির হাঁচি-কাশি থেকে, চামড়ার ফুসকুড়ির তরলের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তিতে ছড়ায়।	সাধারণত ফুসকুড়ি দেখা দেওয়ার ১০-২১ দিন পর্যন্ত।	শিশুকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে রাখা। সুস্থ হওয়ার পর শিশুকে কেন্দ্রে নিয়মিত করা।
হাম (Measles)	জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে পানি ঝরা, চোখ লাল হওয়া, র‍্যাশ দেখা দেওয়া। (সাধারণত তীব্র জ্বর হয় না)	খুব সহজেই বাতাস এবং হাঁচি, কাশির মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তিতে ছড়ায়।	র‍্যাশ দেখা দেওয়ার ৪ দিন আগে থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী ৪ দিন পর্যন্ত।	শিশু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আইসোলেশনে রাখা।
মাম্পস (Mumps)	লালা গ্রন্থি/ চোয়ালের উপরের দিকে, কানের নিচে ফুলে যায় এবং চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়, জ্বর, মাথা ব্যথা, অসুস্থতাবোধ ইত্যাদি। (সাধারণত স্কুলগামী শিশুরা অধিক ঝুঁকিতে থাকে)	আক্রান্ত ব্যক্তির লালা, ব্যবহৃত বস্তুর (পানির বোতল, গ্লাস ইত্যাদি) মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির দেহে ছড়ায়।	সাধারণত প্যারোটিড গ্রন্থি ফোলার ২ দিন আগে থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী ৭ দিন পর্যন্ত।	শিশু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আইসোলেশনে রাখা।
ডায়রিয়া (Diarrhoea)	পাতলা তরলের মতো মলত্যাগ, চোখ ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়া, জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া, বাচ্চার খিটখিটে মেজাজ, বারবার পানি খেতে চাওয়া।	আক্রান্ত ব্যক্তির মল থেকে এবং দূষিত খাবার ও পানীয় গ্রহনের মাধ্যমে।	১২-৪৮ ঘন্টা।	শিশু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে রাখা এবং খাবার স্যালাইনের মাধ্যমে এই রোগের চিকিৎসা শুরু করতে হবে।
ডেঙ্গু (Dengue fever)	জ্বর, র‍্যাশ, বমি, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা, গিটে ব্যথা, চোখ লাল হওয়া, রক্তপাত ।	এডিস মশা	আক্রান্ত হওয়ার ৩-১০ দিন পর্যন্ত।	শিশু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আইসোলেশনে রাখা। আক্রান্ত ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত পানি পান করাতে হবে।

উপরের রোগগুলি ছাড়াও পরজীবী সংক্রমণের মাধ্যমে নিচের রোগগুলি বিস্তার লাভ করতে পারে :

রোগের নাম	উপসর্গ এবং লক্ষণ	বিস্তারের মাধ্যম	সংক্রমণ কাল	নির্দেশনা
উঁকুন (Head lice)	মাথার ত্বকের চুলকানি, চুলের মধ্যে উঁকুনের ডিম, জীবন্ত উঁকুন ।	আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যেমন-বিছানা, বালিশ, কাপড়, চিরুনী ইত্যাদি সংস্পর্শের মাধ্যমে।	উঁকুনের ডিম এবং জীবন্ত উঁকুনের উপস্থিতিকাল পর্যন্ত।	আক্রান্ত শিশুকে আলাদা রাখা এবং যতদ্রুত সম্ভব উঁকুনের ডিম এবং জীবন্ত উঁকুন নির্মূল করা।
স্ক্যাবিস (Scabies)	শরীরের বিভিন্ন স্থান যেমন- আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থান, শরীরের বিভিন্ন ভাঁজ, হাতের তালু, মাথা এবং ঘাড় ইত্যাদি স্থানে চুলকানি। বিশেষ করে রাতে চুলকানি বেশি হয়।	আক্রান্ত ব্যক্তির স্পর্শ, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যেমন-বিছানা, বালিশ, কাপড় ইত্যাদির সংস্পর্শের মাধ্যমে।	যতক্ষণ চিকিৎসা শুরু না করা হয়।	যতদ্রুত সম্ভব চিকিৎসা শুরু করা এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আইসোলেশনে রাখা।
কৃমি সংক্রমণ (Worm Infestation)	পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, ঘনঘন থুতু ফেলা, মারাত্মক দুর্গন্ধযুক্ত মল, ক্ষুধামন্দা, মলদ্বারে চুলকানি, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, বমি, নিদ্রাহীনতা, ওজন হ্রাস পাওয়া, ঘনঘন পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, আচরণগত পরিবর্তন ।	অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, অনিরাপদ পানি পান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, খালি পায়ে হাঁটা, খালি পায়ে টয়লেট ব্যবহার করা, মলমূত্র ত্যাগের পর সাবান দিয়ে হাত না ধোয়া।	সাধারনত কৃমি শরীরে প্রবেশ করার ১-২ মাস পর্যন্ত, তবে যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ না করলে পুনরায় সংক্রমণ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।	যতদ্রুত সম্ভব চিকিৎসা শুরু করা, পুনরায় সংক্রমণ রোধে নির্দিষ্ট বিরতিতে ঔষধ সেবন নিশ্চিত করা।

এছাড়া সংক্রামক রোগ সম্পর্কে আরও তথ্য “প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা” নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. অসুস্থতা শনাক্তকরণ ও রিপোর্টিং

৪.১ সংক্রামক রোগের সাধারণ উপসর্গ শনাক্তকরণ

সংক্রমিত হলে সব শিশুর সাধারণ লক্ষণ ও উপসর্গগুলি প্রকাশ পায় না। কোন কোন শিশুর মধ্যে রোগের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য কম প্রকাশ পেতে পারে। উপরন্তু ছোট শিশুরা তাদের অস্বস্তি প্রকাশ করতে জানে না। এই সমস্ত কারণগুলি সংক্রমণ শনাক্তকরণে বিলম্ব করতে পারে ও রোগ বিস্তারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। এজন্য দ্রুত সংক্রমণ শনাক্তকরণের নিমিত্তে শিশুদের সূক্ষ্ম শারীরিক পরিবর্তনের প্রতি কর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। এই সতর্কতা অবলম্বন তখনই সম্ভব যখন কর্মীরা শিশুর সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করতে পারবে। সেজন্য সংক্রমিত হওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মাঝে সাধারণত যে উপসর্গগুলি প্রকাশ পায় তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

- শরীরের তাপমাত্রার পরিবর্তন (স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি বা হ্রাস);
- অকারণে কান্না করা বা বিরক্তি প্রকাশ করা ;
- অস্থিরতা ;
- ক্ষুধামন্দা ;
- শারীরিক দুর্বলতা ;
- শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা, শ্বাসকষ্ট বা ক্রমাগত কাশি ;
- ঘন ঘন চোখ ঘষা ;
- ঘন ঘন শরীরে আঁচড় দেওয়া ;
- ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ;
- গলা ব্যাথা বা গিলতে সমস্যা ;
- বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া ;
- ত্বকের অস্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তন ;
- তীব্র চুলকানি বা ত্বকের ক্ষত।

কর্মীরা নিম্নলিখিত উপায়ে কেন্দ্রে অসুস্থতা সম্পর্কে সচেতন হবে :

- শিশুদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি শিশুর অসুস্থতা চিহ্নিত করবে ;
- শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক যখন জানাবে যে তার শিশুর একটি নির্দিষ্ট রোগ আছে যা চিকিৎসকের মাধ্যমে তারা নিশ্চিত হয়েছে;
- অস্বাভাবিক সংখ্যক শিশু বা কর্মীরা একই সময়ে একই উপসর্গ নিয়ে যখন অসুস্থ হবে।

৪.২ শিশুর মধ্যে সংক্রমণের সূক্ষ্ম লক্ষণ এবং উপসর্গ দেখা দিলে করণীয়

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে থাকাকালীন কোন শিশুর মধ্যে যদি উপরোক্ত সূক্ষ্ম শারীরিক পরিবর্তন বা উপসর্গগুলি প্রকাশ পায়, তাহলে মনে করতে হবে শিশু কোন না কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত। তখন উক্ত শিশুর প্রতি অবশ্যই বিশেষ নজর দিতে হবে ;
- শিশুর শারীরিক পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত লক্ষণসমূহ শনাক্ত করার জন্য কেন্দ্রের প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রেকর্ড অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে এবং নিয়মিত শিশুর তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে হবে ;
- আক্রান্ত শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে পৃথকীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে ;
- শিশুকে আলাদা করার সময় অবশ্যই একজন যত্নকর্মীকে যথাযথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ শিশুর সাথে রাখতে হবে ;
- শিশু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রে পাঠাতে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং পরবর্তীতে চিকিৎসকের নিকট হতে প্রাপ্ত সুস্থতার সনদ দাখিলের মাধ্যমে কেন্দ্রে শিশুর প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে ;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সংক্রমিত শিশুকে অভিভাবকের কাছে হস্তান্তরের পূর্বে অবশ্যই পর্যবেক্ষণ ফরম-১ পূরণ এবং প্রয়োজনে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হবে ;
- যেসকল শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে বা যে সকল শিশু শারীরিকভাবে দূর্বল,তাদের প্রতি অধিক যত্নশীল হতে হবে কারণ তাদের সংক্রমিত হওয়ার প্রবণতা অন্য শিশুদের তুলনায় বেশি ;
- জরুরি প্রয়োজনে নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংক্রমিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যবেক্ষণ ফরম-২ অবশ্যই পূরণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ফরম-১ ও পর্যবেক্ষণ ফরম-২ এর নমুনা সংযুক্তিতে দেওয়া হলো।

৪.৩ কর্মীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য সাধারণ সংক্রামক রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে তারা এ বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে এবং শিশুদের সংক্রমণের প্রাথমিক উপসর্গগুলি চিহ্নিত করতে পারে ;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে কর্মরত সকল কর্মী যেন কোভিড-১৯ সহ সকল সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নীতিমালা ও নির্দেশনার প্রয়োগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে তাদের সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালার উপর যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে ; এবং
- কর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম যথাযথ ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৪.৪ কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে কর্মরত কর্মীদের প্রয়োজনীয় টিকা গ্রহণ (যেমন-কোভিড-১৯) নিশ্চিত সাপেক্ষে দিবাযত্ন কেন্দ্রে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে ;
- কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার যথাযথ সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে ;
- কর্মীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য লিখিত নির্দেশনা প্রদান করতে হবে ;
- সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৪.৫ রোগ ও অসুস্থতার রিপোর্টিং

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য অবশ্যই "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১"এর ধারা ২২ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। কেন্দ্রে কোন শিশু সংক্রমিত হলে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত তথ্যসহ একটি রিপোর্ট সংরক্ষণ করবেন এবং শিশুর অভিভাবককে অবহিত করবেন।

- কেন্দ্রের নাম :
- শিশুর নাম :
- শিশুর বয়স ও জন্ম তারিখ :
- শিশুর স্বাস্থ্য কার্ড নম্বর :
- পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নাম :
- পিতা-মাতা বা অভিভাবকের ঠিকানা ও ফোন নম্বর :
- রিপোর্টি কর্মীর নাম ও স্বাক্ষর :
- রিপোর্টিং তারিখ ও সময় :
- অসুস্থতা শুরু হওয়ার তারিখ :
- প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গ :
- শিশুর তাপমাত্রা :
- চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে কিনা :
  (হ্যাঁ অথবা না, হ্যাঁ হলে তার বিবরণ)
  - রোগ নির্ণয়ের তারিখ :
  - ঔষধ প্রদানের তথ্য :
  - চিকিৎসকের নাম :

৪.৬ প্রয়োজনীয় যোগাযোগ

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কোন শিশু অথবা কর্মীর মধ্যে সংক্রামক রোগের উপসর্গ পরিলক্ষিত হলে কেন্দ্রের দায়িত্বরত কর্মচারী অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে শিশুর অভিভাবক, নিকটবর্তী হাসপাতাল, সহযোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- যোগাযোগ সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে নিকটবর্তী হাসপাতাল ও চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বর নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৫. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কৌশল

প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগের সংক্রমণ বিস্তার রোধের জন্য পরিকল্পিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কয়েকটি সাধারণ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুশীলন করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীরা তাদের যত্নে থাকা শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের বিস্তার এবং অসুস্থতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করতে হবে।

৫.১ হাত ধোয়া

সংক্রামক রোগের জীবাণু বিস্তারের প্রধান মাধ্যম হলো হাত। তাই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মী ও শিশুদের অসুস্থতা থেকে রক্ষা করার জন্য সঠিক সময়ে, সঠিক নিয়মে ও ঘনঘন হাত ধোয়া অনুশীলন সকল ধরণের সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। এজন্য কর্মীদের সুস্থ থাকতে ও শিশুদের সুস্থ রাখতে হাত ধোয়ার সঠিক কৌশল এবং সঠিক সময় সম্পর্কে সকলকে জানতে ও জানাতে হবে।

৫.১.১ কর্মীদের হাত ধোয়ার সঠিক সময়

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদের জন্য কেন্দ্রের কর্মীরা হবে রোল মডেল। সেজন্য নিম্নোক্ত সময়গুলিতে কর্মীদের অবশ্যই হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে :

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রবেশের মুহূর্তে ;
- খাবার প্রস্তুতের আগে এবং পরে ;
- নিজে খাওয়ার আগে ও শিশুকে খাওয়ানোর আগে ;
- টয়লেট ব্যবহার করার পর ;
- শিশুর ডায়াপার পরিবর্তনের আগে ও পরে ;
- নিজেদের নাক খুটানো বা নাক মোছার পর ;
- হাত দিয়ে নাক, মুখ ঢেকে হাঁচি-কাশি দেওয়ার পর ;
- আঘাতের স্থান বা ক্ষতস্থান পরিস্কারের আগে ও পরে ;
- গ্লভস ব্যবহারের পর ;
- অসুস্থ শিশুকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পর, বিশেষ করে বমি বা ডায়রিয়া আক্রান্ত কাউকে যত্নের আগে ও পরে ;
- শিশুদের তেল, লোশন, পাউডার ইত্যাদি প্রসাধনী ব্যবহারের আগে ;
- শিশুকে স্পর্শ করা বা কোলে নেওয়ার আগে ;
- চোখ, নাক অথবা মুখ স্পর্শ করার আগে ;
- শিশুদের সাথে বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণের আগে ও পরে।

৫.১.২ শিশুদের হাত ধোয়ার সঠিক সময়

নিম্নোক্ত সময়গুলিতে শিশুদের হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে :

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রবেশের মুহূর্তে ;
- খাওয়ার আগে এবং পরে ;
- টয়লেট ব্যবহার করার পর ;
- শিশুর ডায়াপার পরিবর্তনের পর ;
- শিশুর নাক খুটানোর পর ;
- হাত দিয়ে নাক, মুখ ঢেকে হাঁচি, কাশি দেওয়ার পর ;
- খেলাধুলায় অংশগ্রহনের পর।

৫.১.৩ হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

- হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম ও ধাপগুলি অনুশীলনের জন্য বেসিনের পাশে হাত ধোয়ার নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পোস্টারের মাধ্যমে টাঙিয়ে রাখতে হবে।

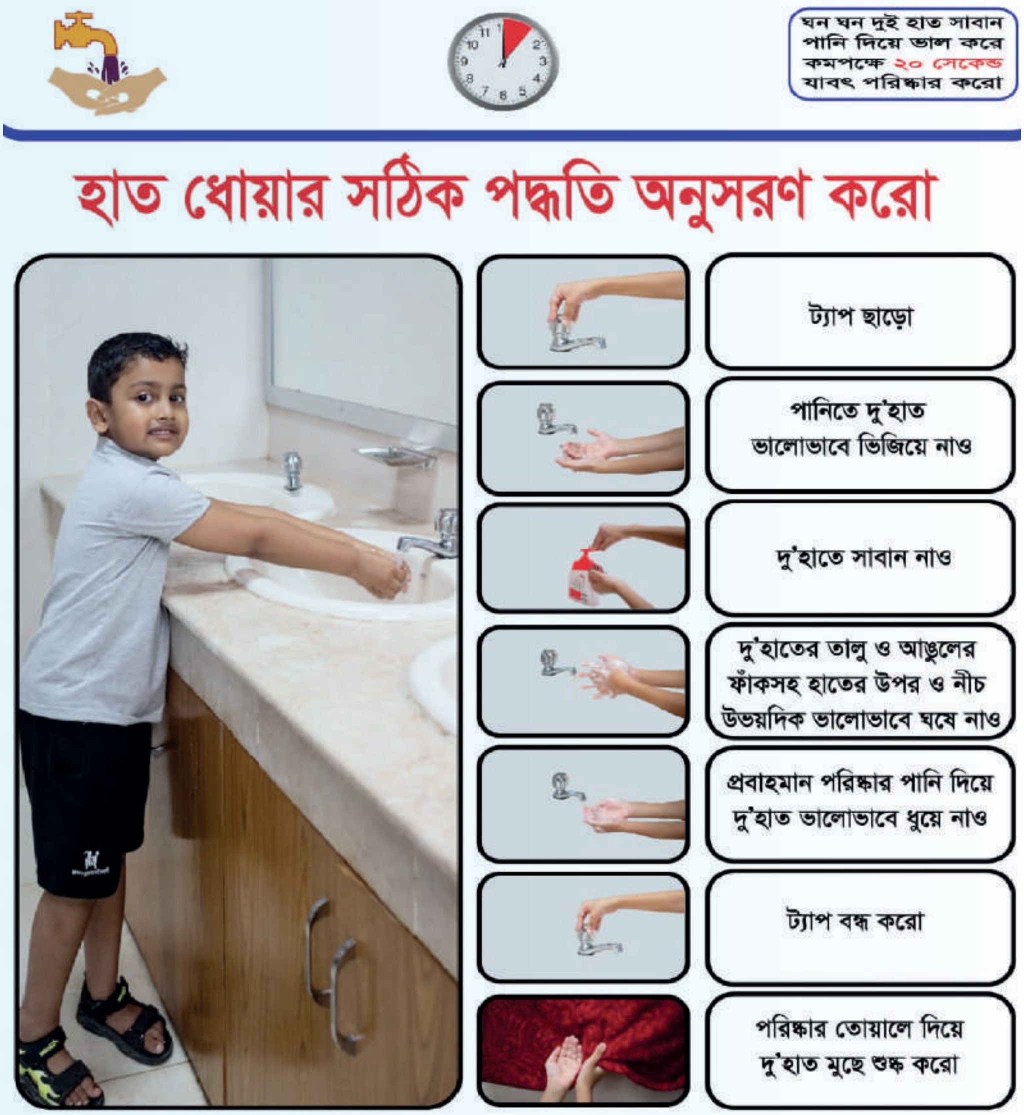

- হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে ২০ সেকেন্ড সময় ঠিক রাখতে নিম্নোক্ত ছড়া ও গানগুলির চরণ শিশুদের সাথে গাইতে হবে:
  - হাট্টিমাটিম টিম.................................(প্রথম ৪ লাইন, ২ বার) ;
  - চল চল চল (রণসঙ্গীত) ....(প্রথম ৬ লাইন, ১ বার) ;
  - আমরা করব জয়................................(প্রথম ৪ লাইন, ১ বার)।

৫.২ হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার

হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই নিম্নলিখিত হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার অনুসরণ করতে হবে :

- কেন্দ্রের শিশুদের টিস্যুর সঠিক ব্যবহার শেখাতে হবে;
- হাতের নাগালে টিস্যু পেপার রাখতে হবে;
- অন্যদের সামনে হাঁচি-কাশি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে;
- হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু ব্যবহার করতে হবে এবং টিস্যু না থাকলে কনুই দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখতে হবে;
- টিস্যু ব্যবহারের পর নির্দিষ্ট ঝুড়িতে ফেলতে হবে;
- ব্যবহৃত টিস্যু ফেলার পর অবিলম্বে সাবান-পানি দিয়ে ভালোভাবে দুই হাত ধুয়ে নিতে হবে;
- সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত কর্মী শিশুদের সংস্পর্শে এলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

চিত্র : হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার

৫.৩ গ্লভস ব্যবহার

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের নিম্নলিখিত কাজগুলি করার সময় অবশ্যই গ্লভস ব্যবহার করতে হবে :

- রক্ত, ক্ষত এবং কেটে যাওয়া স্থান স্পর্শ করার সময় ;
- ডায়াপার পরিবর্তনের সময় ;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সময় ;
- সংক্রমণ হতে পারে এমন শিশুর যত্ন নেওয়ার সময় ; এবং
- খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের সময়।

চিত্র : গ্লভসের ব্যবহার

৫.৪ ডায়াপার পরিবর্তন

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তন করার সময় নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে :

- প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় শিশুর ডায়াপার পরিবর্তন করতে হবে;
- প্রতি ৪ ঘন্টা পরপর এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ডায়াপার পরিবর্তনের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ডায়াপার পরিবর্তন করতে হবে ;
- রান্নাঘর ও খাবারের জায়গা থেকে দূরে এবং শিশুদের নাগালের বাহিরে ডায়াপার পরিবর্তন করতে হবে;
- শিশুর ব্যবহৃত ডায়াপার ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত বালতিতে ফেলতে হবে ;
- প্রতিবার ডায়াপার পরিবর্তনের পর ব্যবহৃত স্থান ও জিনিসপত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে ;
- শিশুর ডায়াপার পরিবর্তন করার সময় অবশ্যই কর্মী ও শিশুর হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং কর্মীকে গ্লভস পরিধান করতে হবে ;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে খাবার প্রস্তুতকারী কর্মীর দ্বারা শিশুর ডায়াপার পরিবর্তন করা যাবে না। তবে যদি কোন কারণে একজন কর্মীকেই উভয় কাজ করতে হয়, তাহলে অবশ্যই উক্ত কর্মীকে অধিক প্রতিরোধমূলক কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেমন-ডায়াপার পরিবর্তন করার আগে ও পরে এবং খাবার প্রস্তুতের আগে অবশ্যই সঠিক উপায়ে হাত ধোয়ার নিয়ম মেনে চলতে হবে ;
- ডায়াপার পরিবর্তন করার পর, গ্লভস খুলে সাবান-পানি দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং শিশুর ডায়াপারিং এরিয়া (Diapering area) অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ডায়াপারিং এরিয়া যদি নোংরা থাকে, সেক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ব্যবহার করার পূর্বে সাবান-পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

৫.৫ টিকাদান নিশ্চিতকরণ

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রমণ এড়াতে শিশু ভর্তির সময় শিশুর টিকা কার্ড গ্রহণপূর্বক বয়স অনুযায়ী শিশুর প্রয়োজনীয় টিকা সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে ;
- শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ইপিআই সিডিউল এর অন্তর্ভুক্ত সকল টিকা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে অভিভাবকদের পরামর্শ এবং টিকা গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখ অভিভাবকদের মনে করিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে ;
- অভিভাবকদের সামর্থ্য থাকলে ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের জন্য রোটা ভাইরাসের টিকা দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে ;
- নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া টিকা গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখ হতে ১ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত করতে অভিভাবকদের নিরুৎসাহিত করতে হবে ;
- প্রয়োজনে নিকটস্থ টিকাকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে প্রতি মাসে অন্তত দুইবার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৬ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী ও সংরক্ষণ

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য শিশুদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস করে এবং রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই বিভিন্ন সংক্রামক রোগ নিরাময়ে এবং শিশুদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে নিয়মিত সুষম খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে:

- খাবার প্রস্তুতের পূর্বে ও পরে রান্নায় ব্যবহৃত সকল তৈজসপত্র প্রতিবার উত্তমরূপে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে ;
- খাবার প্রস্তুতকারী কর্মীর হাত, হাতের নখ, পোশাক সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে এবং নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করে খাবার প্রস্তুত করতে হবে ;
- খাবার প্রস্তুতকারী অসুস্থ হলে উক্ত কর্মীকে খাবার প্রস্তুত করা থেকে বিরত রাখতে হবে ;
- মাছ, মাংস ভালভাবে সিদ্ধ করে রান্না করতে হবে এবং কাঁচা মাছ, মাংস রান্না করা খাবার থেকে আলাদা রাখতে হবে ;
- খাবার পরিবেশনের সময় প্রত্যেক শিশুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন তৈজসপত্রের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে ;
- পঁচনশীল খাদ্যদ্রব্য রেফ্রিজারেটরে সঠিক তাপমাত্রা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে সংরক্ষণ করতে হবে;
- কাঁচা মাছ, মাংস ধরার পর ব্যবহৃত স্থান, হাত, আসবাবপত্র গরম পানি ও সাবান দিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে নিতে হবে এবং উপযুক্ত জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে ;
- ফলমূল ও শাকসবজি ভালোভাবে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে ;
- এলার্জি মুক্ত খাবার প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে ;
- শিশুর পরিবার অথবা বাহিরের কোন স্থান থেকে খাবার সরবরাহ করতে নিরুৎসাহিত করতে হবে;
- শিশুদের পানি বা দুধ পানের পাত্র সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে এবং শিশুদের ফিডার ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে হবে ;
- প্রক্রিয়াজাত খাবার সরবরাহের বিষয়ে নিরুৎসাহিত করতে হবে ;

- রান্না করার পর অল্প সময়ের ভেতর খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে হবে ; এবং
- রান্নাঘর ও খাবারের স্থান থেকে বর্জ্য পদার্থসমূহ পর্যাপ্ত দূরত্বে রাখতে হবে ও সঠিক উপায়ে অপসারণ করতে হবে।

চিত্র : খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন

৫.৭ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিবেশগত স্যানিটেশন

শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং আবহাওয়া যদি দূষিত হয় তাহলে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়। এজন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সঠিক উপায়ে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি অনুশীলন অসুস্থতা এবং সংক্রমণ বিস্তার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মনে রাখতে হবে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু কোন বস্তু বা স্থানের উপর দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকে বিধায় শুধু ডিটারজেন্ট দিয়ে দৃশ্যমান ময়লা পরিষ্কার করা হলেও জীবাণু অপসারণ করা যায় না। একমাত্র জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি অনুশীলনই অদৃশ্য জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। একারনে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু পোশাক, খেলনা সামগ্রী ও খেলার জায়গা, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম, বিছানাপত্র, বেবীকট, ম্যাট্রেস, টয়লেট ইত্যাদি পরিষ্কার এবং জীবানুমুক্তকরনের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহন করতে হবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে শিশু সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলিতে অবশ্যই নিম্নে উলেখিত পরিচ্ছন্নতা বিধি ও জীবাণুমুক্তকরণ নীতিগুলির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৭.১ শিশুদের ব্যবহার্য পোশাক পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ

শিশুদের ব্যবহার্য ইউনিফর্ম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করতে হবে:

- প্রতিটি শিশুর নিজস্ব ইউনিফর্ম ও অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র শিশুদের নামে বরাদ্দকৃত নিজস্ব বক্সে রাখতে হবে ;
- শিশুদের ব্যবহার্য ইউনিফর্ম ও তোয়ালে প্রতিদিন পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে ;
- জীবাণুনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে ;
- শিশুর ব্যক্তিগত ইউনিফর্ম বাড়িতে ধোয়ার জন্য আলাদা জিপলক ব্যাগে জমা করতে হবে।

৫.৭.২ শিশুদের খেলার জায়গা ও খেলনাসামগ্রী পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ

সংক্রামক রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়া প্রতিহত করতে সঠিক উপায়ে শিশুদের খেলার জায়গা ও খেলনাসামগ্রী পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করতে হবে :

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের খেলার জায়গা নিয়মিত সঠিক উপায়ে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ছোট শিশুদের খেলার উপকরণ যা শিশুরা মুখে দেয়, এমন খেলনা প্রতিদিন পরিষ্কার করার পর সঠিক উপায়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে ;
- খেয়াল রাখতে হবে ব্যবহৃত জীবাণুনাশক শিশুদের জন্য যেন ক্ষতিকর না হয় ;
- প্লাষ্টিকের খেলনা নিয়মিত ধৌত করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে ;
- কিছু খেলনা যেমন: বই, পাজল ইত্যাদি প্রতি সপ্তাহে স্যানিটাইজার দ্বারা মুছে জীবাণুমুক্ত করতে হবে ;
- নরম ও কাপড়ের খেলনা সপ্তাহে অন্তত একবার ধৌত করতে হবে ;
- শিশুদের ব্যক্তিগত খেলনাসামগ্রী, খেলার সময় ছাড়া অন্য সময় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বক্সে সংরক্ষণ করতে হবে।

চিত্র : খেলনাসামগ্রী পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ

৫.৭.৩ আসবাবপত্র এবং অন্যান্য ব্যবহার্য সরঞ্জাম পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বিভিন্ন আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করতে হবে :

- দিনের শুরুতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বিভিন্ন আসবাবপত্র ও স্থান যেমন: অফিস কক্ষের ব্যবহার্য চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র, মেঝে, রান্নাঘর, বারবার স্পর্শ করা হয় এমন বস্তু যেমন দরজার হাতল, লাইটের সুইচ, টেলিফোন, কি-বোর্ড এবং অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য আইটেম ডিটারজেন্টে ভেজা তোয়ালে বা কাপড় দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে ;
- পরিষ্কার করার পর উপযুক্ত জীবাণুনাশক দ্বারা সঠিক উপায়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে ;
- চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের উপর জীবাণুনাশক স্প্রে করে কমপক্ষে ২ (দুই) মিনিট রেখে দিতে হবে, তারপর একটি পরিষ্কার ও শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।

চিত্র : আসবাবপত্র পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ

৫.৭.৪ বেবি কট, ম্যাট্রেস ও বিছানাপত্র পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ

রোগ ছড়ানোর জন্য শিশুদের ঘুমের জায়গা হলো আরেকটি সম্ভাব্য উৎস। তাই রোগ ছড়ানো প্রতিহত করতে নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করতে হবে :

- প্রতিটি শিশুর জন্য সুনির্দিষ্ট বেবি কট ও ম্যাটের ব্যবস্থা থাকতে হবে ;
- প্রতিটি বেবি কট ও ম্যাট আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে ;
- শিশুদের ব্যবহার্য বেবি কট, ম্যাট ও বিছানাপত্র প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার করতে হবে ;
- পরিষ্কার করার পর বিছানাপত্র জীবাণুনাশক যেমন: স্যাভলন, ডেটল মেশানো পানিতে ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৫.৭.৫ টয়লেট পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ

রোগ ছড়ানো প্রতিহত করতে নিয়মিত ও সঠিক উপায়ে টয়লেট পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে :

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সকল টয়লেট প্রতিদিন গুনগত মানসম্পন্ন টয়লেট ক্লিনার দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে;
- পরিষ্কার করার পর অবশ্যই জীবাণুনাশক ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ব্যবহৃত সকল জীবাণুনাশক অবশ্যই শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখতে হবে।

৫.৮ নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু ও কর্মীদের পানির চাহিদা পূরণ করতে এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্ত রাখতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। অপরদিকে স্যানিটেশন বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্যই হল একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যাতে জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। তাই নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করতে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে অবশ্যই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। সংক্রামক রোগসহ বিভিন্ন রোগ হতে বাঁচতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা হতে হবে নিম্নরূপ :

- নিরাপদ পানির উৎস, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও পরিষ্কার পাত্রে পানি পরিবেশন নিশ্চিত করতে হবে;
- পানির কল এবং পাত্র জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- ব্যবহৃত পানির পাত্র এবং উৎস শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখতে হবে;
- পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন ও শিশু উপযোগী টয়লেট এর ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- পরিকল্পিত ড্রেনেজ সিস্টেম থাকতে হবে;
- শিশুকে উন্মুক্ত বা খোলা অবস্থায় পায়খানা করানো থেকে বিরত থাকতে হবে;
- শিশুকে যথাযথভাবে টয়লেট ট্রেনিং প্রদান করতে হবে;
- টয়লেটের সামনে শিশু উপযোগি পর্যাপ্ত জুতার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং জুতার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

চিত্র : নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

৬. সংযুক্তি

৬.১ শিশুর সংক্রামক রোগ পর্যবেক্ষণ ফরম-১

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রমিত শিশুকে অভিভাবকের কাছে হস্তান্তরের পূর্বে পর্যবেক্ষণ
(স্বাস্থ্য শিক্ষিকা কর্তৃক পূরণীয়)

১। শিশুর নাম:

২। আইডি নম্বর:

৩। অভিভাবকের নাম:

৪। যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর:

৫। শিশুর বয়স : ৬। ওজন : ৭। উচ্চতা :

৮। রক্তের গ্রুপ (যদি জানা থাকে) : ৯। তাপমাত্রা :

১০। সাধারণ উপসর্গ: (টিক চিহ্ন দিন)

☐ জ্বর	☐ গলা ব্যাথা
☐ কাশি	☐ নাক/কান দিয়ে পানি পড়া
☐ ডায়রিয়া	☐ বমি
☐ ত্বকে র‍্যাশ	☐ হাতে/ পায়ে ফোসকা
☐ মুখে ঘা	☐ চোখ লাল হওয়া

১১। অন্যান্য উপসর্গ :

১২। পূর্বে কোন উপসর্গ ছিল কিনা (১৫ দিনের মধ্যে) :

১৩। কোন খাবারে বা ওষুধে এলার্জি আছে কি না (যদি থাকে তার বিবরণ) :

১৪। পরামর্শ

স্বাস্থ্য শিক্ষিকার স্বাক্ষর ও তারিখ ....

কেন্দ্রের নাম ....

৬.২ শিশুর সংক্রামক রোগ পর্যবেক্ষণ ফরম-২

সংক্রমিত শিশু সুস্থ হয়ে কেন্দ্রে প্রবেশের পূর্বে পর্যবেক্ষণ
(স্বাস্থ্য শিক্ষিকা কর্তৃক পূরণীয়)

১। শিশুর নাম :

২। আইডি নম্বর :

৩। অভিভাবকের নাম :

৪। যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর :

৫। তাপমাত্রা :

৬। শিশু সংক্রমণ থেকে সেরে উঠার পর সংক্রমণকাল অতিবাহিত হয়েছে কিনা ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭। শিশুর শরীরে পূর্ববর্তী সংক্রমণের কোন লক্ষণ বা উপসর্গ বিদ্যমান রয়েছে কিনা ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৮। শিশু সংক্রমণ থেকে সেরে উঠার পর পরবর্তী কোন জটিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে কিনা ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৯। শিশুটি সংক্রমণ মুক্ত হয়েছে কিনা ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১০। অসুস্থ অবস্থায় শিশুটি যে চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা গ্রহণ করেছে বা যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সেখান থেকে সুস্থতার ছাড়পত্র দিয়েছে কিনা ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১১। শিশুটিকে দিবাযত্ন কেন্দ্রে অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া যায় কিনা ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

সংযুক্তি : চিকিৎসকের পরামর্শ বা ব্যবস্থাপত্র

স্বাস্থ্য শিক্ষিকার স্বাক্ষর ও তারিখ ....

কেন্দ্রের নাম ....

৬.৩ শিশুর অসুস্থতার ক্ষেত্রে করণীয় সংক্রান্ত পিতা-মাতা বা অভিভাবকের অঙ্গীকারনামা

শিশুর সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতার স্বার্থে শিশু ভর্তি ফরমের সাথে নিম্নলিখিত অঙ্গীকারনামাটি সঠিকভাবে অবগত হয়ে স্বাক্ষর করা অভিভাবকদের জন্য বাধ্যতামূলক। সকল অভিভাবকের অবগতির জন্য নিচে শিশুর অসুস্থতা নীতি সংক্রান্ত অঙ্গীকারনামা সংযোজন করা হলো-

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদের সুস্থতার স্বার্থে আপনার সন্তান রোগাক্রান্ত হলে তাকে ঘরেই রাখবেন।
- যদি কোভিড-১৯ ভাইরাসে পরিবারের কোন সদস্য সংক্রমিত হয়ে থাকে তবে অবশ্যই কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সুস্থতার প্রত্যয়ণ পাওয়ার পর কেন্দ্রে শিশুকে নিয়মিত করবেন।
- জ্বর হলে শিশুকে দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকবেন। সেক্ষেত্রে জ্বর কমে যাওয়ার পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত শিশুর দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা (৯৮.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) থাকলে তবেই তাকে দিবাযত্ন কেন্দ্রে পাঠাবেন।
- শিশুর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্ট হলে শিশুকে দিবাযত্ন কেন্দ্রে পাঠানো থেকে বিরত থাকবেন এবং দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন।
- ডায়রিয়া, বদহজম, পেটে ব্যথা দেখা দিলে কেন্দ্রে পাঠানো থেকে বিরত থাকবেন। এ অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন। ডায়রিয়া থেকে সুস্থ হবার পর ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করে শিশুকে কেন্দ্রে পাঠাতে পারবেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
- চোখ উঠা, চোখ লাল হওয়া, চুলকানি, চোখে এলার্জি কিংবা চোখ থেকে তরল নিঃসরণ হলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত দিবাযত্ন কেন্দ্রে পাঠানো থেকে বিরত থাকবেন। সুস্থ হওয়ার পর ২৪ ঘন্টা বাড়িতে পর্যবেক্ষণ করে কেন্দ্রে পাঠাবেন।
- যে কোন কারণে বমি হলে শিশুর বমি বন্ধ হওয়ার পর ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করে কেন্দ্রে পাঠাবেন।
- বিভিন্ন চর্মরোগ যেমন- একজিমা, স্ক্যাবিস, চুলকানী প্রভৃতি দেখা দিলে শিশুকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রে পাঠানো থেকে বিরত থাকবেন এবং দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন।
- সংক্রামক রোগ যেমন-হাম, চিকেন পক্স, মাম্পস ইত্যাদিতে শিশু আক্রান্ত হলে এই নির্দেশিকা অনুযায়ী সংক্রমণকাল পার হয়ে যাওয়ার পর শিশুকে কেন্দ্রে নিয়মিত করবেন।
- শিশুর মাথায় উঁকুন ও অন্যান্য পরজীবীর সংক্রমণ হলে শিশুকে কেন্দ্রে পাঠানো থেকে বিরত থাকবেন এবং দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন।
- যদি কেন্দ্রে আপনার শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ঐ মুহূর্তে আপনাকে অবগত করা হয় তবে যত দ্রুত সম্ভব আপনার শিশুকে কেন্দ্র থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। শিশু পরিপূর্ণরুপে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে কেন্দ্রে পাঠানো হতে বিরত থাকতে হবে।
- যদি শিশু এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে অভিভাবকদের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করলে শিশুর গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে সেক্ষেত্রে শিশুকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। উক্ত সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে সেটা উক্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই জানাতে হবে, এ বিষয়ে দিবাযত্ন কেন্দ্র কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা যাবেনা। তবে অভিভাবক চাইলে তার শিশুকে পরবর্তিতে তাদের পছন্দ অনুযায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারবেন।

মাতা বা পিতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর ______________________ তারিখ ____________

স্বাস্থ্য শিক্ষিকার স্বাক্ষর ______________________ তারিখ ____________

৭. তথ্যসূত্র

১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০২০। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুর নির্দেশিকা।
www.mopme.gov.bd

২। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়), শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ম্যানুয়াল।

৩। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১,
https://mowca.gov.bd/site/view/law/AvBb-I-wewa

৪। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ আইন-২০১৮,
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1274.html

৫। Centre for Health Protection, Department of Health, Hong Kong, 2020. Guidelines on Prevention of Communicable Diseases in School/Kindergartens/Kindergartens cum Child Care Centers/Childcare Centers.
https://www.chp.gov.hk https://www.info.gov.hk

৬। NOVA SCOTIA, 2015. Guidelines for Communicable Diseases Prevention and Control for Childcare Settings (Revised: June 2015).
https://novascotia.ca/dhw/cdpc/documents/Guidlines_CDPC_Child_care_Settings.pdf

৭। Government of Alberta, 2015. Healthy Childcare, Healthy Child: A Guide to Promoting Health and Preventing Illness in Early Learning and Childcare Settings.

৮। New Brunswick, 2022. Guidelines for the Prevention and Control of Communicable Diseases in Early Learning and Childcare Facilities.

৯। 2021-Communicable Diseases, WHO/Regional office for Africa.
http://www.afro.who.int/about.cluster-diseases-clusters/communicable us/programmes

১০। CDC(Centers for Diseases Control and Prevention (March 12, 2021)/CDÕs Guidance for Operating Childcare Programs during Covid-19,
https:www.cdc.gov.

১১। Guidelines for Common Communicable Diseases- city of Toronto.
(http://www.toronto.ca/home/covid-19).

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

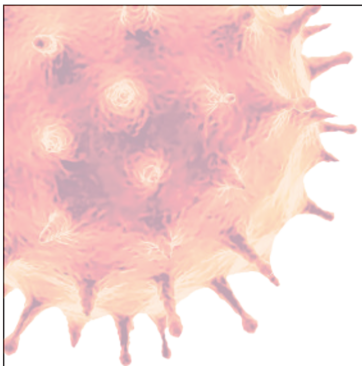

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার অন্যান্য নির্দেশিকাসমূহ

- শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নির্দেশিকা
- শিশু নির্বাচন ও ভর্তি নির্দেশিকা
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা
- শিশুর প্রাক- প্রারম্ভিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম
- শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নির্দেশিকা
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নীতি
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা এবং কারিগরী নির্দেশিকা
- শিশুর মানসিক বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নির্দেশিকা
- শিশুর শারীরিক বিকাশ ও শারীরিক বিকাশমূলক কার্যক্রমের নির্দেশিকা
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকা
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়